কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০৯৭.০২.০০৩.২১.৩০৪

তারিখ: ০৯ আষাঢ় ১৪২৮ / ২৩ জুন ২০২১

বিষয় : জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি)-এর ১০৫-তম সভায় কার্যবিবরনী প্রেরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি)-এর ১০৫-তম সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ১০৫-তম সভার কার্যবিবরণী (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ইমেইলে প্রেরণ করা হয়েছে)।

২৩/০৬/২০২১
মানিক চন্দ্র কর্মকার
সহকারী বীজতত্ত্ববিদ
ফোন: ৯৫৪০১২০
E-mail : ast2@moa.gov.bd

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৪. অতিরিক্ত সচিব, (ব্যয় ব্যবস্থাপনা), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়-১০০০;
৫. সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০০;
১০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা-৬৬২০;
১১. মহাপরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১২. মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯;
১৩. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৪. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
১৫. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৬. বিভাগীয় প্রধান, সীড সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ-২২০২;
১৭. জনাব মো: নুরুজ্জামান, ৩২ লেক সার্কাস, ফ্ল্যাট ক্লাউডিয়াস বি-৪, এনা কিংডম, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫;
১৮. কৃষিবিদ জনাব মো: মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানি, বাড়ী#১০, সেক্টর#১৩, গরীবে নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০;
১৯. জনাব আলহাজ্ব মো: মোতাহার হোসেন মোল্লা, কাপাসিয়া, গাজীপুর, কৃষক প্রতিনিধি;
২০. জনাব তালুকদার মো: ইউনুস, বড় কসবা, টরকী বন্দর, মিউনিসিপ্যালিটি, আগৈলঝারা, বরিশাল, কৃষক প্রতিনিধি;
২১. ড. মো: নজমুল হুদা, সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি, প্রপাটি ফেয়ার, ০২ লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা;
২২. ড. মো: খায়রুল বাশার, সভাপতি, বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি, বশেমুরকৃবি, জয়দেবপুর, গাজীপুর;
২৩ সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-১০০০;

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩। সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয় **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);**
৫। অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬। মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ ও সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৭। অফিস কপি।

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moa.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১০৫-তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ১৭ জুন ২০২১
সময় : দুপুর ২.৩০টা
সভা অনুষ্ঠান : জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত অনলাইন সভা

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদকে আহবান জানালে তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪-তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা : জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১০৪-তম সভা ০৯/০২/২০২১ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ১১/০২/২০২১ তারিখে ৭৮ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে কোনো মতামত পাওয়া যায়নি। কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪-তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২। পুর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

বিষয়	পুর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত
(২.১) সিড ভিশন-২০৩০ প্রণয়ন	সিড ভিশন প্রণয়ন কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত খসড়া সিড ভিশন, ২০৩০ প্রণয়নের সময়সীমা পুনরায় বৃদ্ধি করা হলো।	মহাপরিচালক, বীজ সভায় জানান যে, সিড ভিশন প্রণয়নের সময়সীমা ডিসেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়। সিড ভিশন প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ও নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি সভায় উল্লেখ করেন যে, আমরা সভা করে অংশিজনদের নিকট হতে বীজের তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করেছি। তথ্যগুলো সংগ্রহ করে সিড ভিশনের খসড়া চূড়ান্ত করা হবে। কোভিডকালে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে তবে আশা করি এই বছরের মধ্যেই সম্পন্ন করতে পারব। **সিদ্ধান্ত :** সিড ভিশন প্রণয়নের সময়সীমা ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
(২.২) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল হাইব্রিড ধানের ফলন পরীক্ষা।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি আগামী বোরো মৌসুমে ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল বোরো হাইব্রিড ধানের জাত গোপনীয় কোড নম্বর দিয়ে ব্রি, ডিএই ও বিএডিসি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রায়াল দিয়ে ফলন পরীক্ষা করে ফলাফল জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সভায় জানান আগামী বোরো মৌসুমে ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল বোরো হাইব্রিড ধানের বীজ সংগ্রহ করে ব্রি, ডিএই ও বিএডিসি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রায়াল দিয়ে ফলন পরীক্ষা করা হবে। **সিদ্ধান্ত :** বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল বোরো হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

আলোচ্য বিষয় ৩। আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ০৪টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ আমন মৌসুমে পর পর ২ বছর ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে চেকজাত ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এর চেয়ে ৫% ফলন বেশি হওয়ায় নিম্নবর্ণিত ৪টি হাইব্রিড ধানের জাত আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। যথা: (১) ব্র্যাক প্রস্তাবিত ব্র্যাক হাইব্রিড ধান১৮ (BHR 038) জাতটি ব্র্যাক এর নিজস্ব উদ্ভাবিত ফলন ৬.৬৮ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১২২দিন, ধান লম্বা চিকন। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি আমন মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (২) বায়ার ক্রপ সায়েন্স প্রস্তাবিত বায়ার হাইব্রিড ধান-৮ (Arize® INH 16019) জাতটি উৎস দেশ ভারত। ফলন ৬.২০ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১২১দিন, গাছ মধ্যম খর্বাকৃতির এবং ধান চিকন। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি আমন মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৩) তিনপাতা কোয়ালিটি সীডস্ বাংলাদেশ লিমিটেড প্রস্তাবিত তিনপাতা সুপার হাইব্রিড ধান৪ (BP-669) জাতটির উৎস দেশ চীন। ফলন ৫.৭৩ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১১৮দিন, ধান মাঝারি চিকন। খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি আমন মৌসুমে খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৪) তিনপাতা কোয়ালিটি সীডস্ বাংলাদেশ লিমিটেড প্রস্তাবিত তিনপাতা সুপার হাইব্রিড ধান৫ (BP-672) জাতটির উৎস দেশ চীন। ফলন ৬.১০ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১১৯দিন, ধান চিকন। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি আমন মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	**১.** হাইব্রিড ধানের হেক্টরপ্রতি ফলন ও জাতের অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক সর্বসম্মতভাবে আমন মৌসুমে ৩টি জাত ব্র্যাক হাইব্রিড ধান১৮ (BHR 038), বায়ার হাইব্রিড ধান-৮ (Arize® INH 16019) এবং তিনপাতা সুপার হাইব্রিড ধান৫ (BP-672) সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। **২.** আমন মৌসুমের তিনপাতা সুপার হাইব্রিড ধান৪ (BP-669) জাতটি পুনরায় পর্যালোচনার জন্য কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪। বোরো মৌসুমের চাষাবাদের জন্য হাইব্রিড ধানের ১৯টি জাত নিবন্ধন;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কারিগরি কমিটি ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে চেকজাত ব্রি হাইব্রিড ধান৫ এর চেয়ে প্রস্তাবিত জাতগুলোর ফলন ৫% বেশি হওয়ায় বোরো মৌসুমের চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করেছে। যথা: (১) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত পেট্রোকেম হাইব্রিড ধান৬ (ARBH 18030) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৪ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৭ দিন, ধান মাঝারি চিকন। জাতটি বোরো মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (২) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত পেট্রোকেম হাইব্রিড ধান৫ (Pioneer 27P37) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.২ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৫০ দিন, ধান মাঝারি মোটা। জাতটি বোরো মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	**১.** হাইব্রিড ধানের ফলন ও জাতের অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক সর্বসম্মতভাবে বোরো মৌসুমে ৪টি জাত **(১)** পেট্রোকেম হাইব্রিড ধান৬ (ARBH 18030); (২) পারটেক্স হাইব্রিড ধান৮ (ARBH 18001); (৩) ব্র্যাক হাইব্রিড ধান১৭ (BHR-049); **(৪)** মল্লিকা হাইব্রিড ধান৪ (FL-210); **সারাদেশে** চাষাবাদের জন্য

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(৩) থ্রি এস এগ্রো সার্ভিসেস লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত থ্রি এস হাইব্রিড ধান১ (SAVA-23) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৭ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪১ দিন, ধান চিকন ও ব্লাস্ট প্রতিরোধী। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৪) থ্রি এস এগ্রো সার্ভিসেস লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত থ্রি এস হাইব্রিড ধান২ (SAVA-81) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৬ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৪ দিন, ধান মাঝারি চিকন ও ব্লাস্ট প্রতিরোধী। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৫) ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড ধান৫ (Bango Raj) জাতটির উৎস দেশ চীন। ফলন ৮.২ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪২ দিন, ধান মাঝারি চিকন। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৬) মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত মাহিকো হাইব্রিড ধান৫ (RXEL 45) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৭ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৩ দিন, ধান মাঝারি মোটা। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৭) লালতীর সিড লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত লালতীর হাইব্রিড ধান৩ (LTHR-2) জাতটি লালতীর সিড লি. এর নিজস্ব উদ্ভাবিত। ফলন ৭.৮ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪২ দিন, ধান লম্বা ও মোটা। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৮) লালতীর সিড লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত লালতীর হাইব্রিড ধান৪ (LTHR-4) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৬ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৫ দিন, ধান মাঝারি চিকন। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৯) পারটেক্স এগ্রো লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত পারটেক্স হাইব্রিড ধান৭ (JKRH-09) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৭ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪২ দিন, ধান চিকন। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১০) পারটেক্স এগ্রো লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত পারটেক্স হাইব্রিড ধান৮ (ARBH 18001) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৪ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৫ দিন, ধান চিকন। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১১) ব্র্যাক কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্র্যাক হাইব্রিড ধান১৭ (BHR-049) জাতটি ব্র্যাক-এর নিজস্ব উদ্ভাবিত। ফলন ৮.৫ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪২ দিন, ধান চিকন ও অ্যামাইলোজের	সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। **২.** হাইব্রিড ধানের ফলন ও জাতের অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক সর্বসম্মতভাবে বোরো মৌসুমে ১০টি জাত **(১)** থ্রি এস হাইব্রিড ধান১ (SAVA-23); **(২)** থ্রি এস হাইব্রিড ধান২ (SAVA-81); **(৩)** মাহিকো হাইব্রিড ধান৫ (RXEL 45); **(৪)** লালতীর হাইব্রিড ধান৪ (LTHR-4); **(৫)** পারটেক্স হাইব্রিড ধান৭ (JKRH-09); **(৬)** মিতালী এগ্রো হাইব্রিড ধান৪ (Shuborno-4, SHD-1390); **(৭)** এক্সপ্লোর হাইব্রিড ধান৩ (Indam 300-007); **(৮)** এসিআই ফর্মুলেশন হাইব্রিড ধান৪ (BH 81); **(৯)** বায়ার হাইব্রিড ধান৭ (অ্যারাইজ® এজেড ৬৪৫৩ এস টি); এবং **(১০)** ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড ধান৬ (Janak Raj-3) **চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর** অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। **৩.** বোরো মৌসুমের ১৯টি জাতের মধ্যে অবশিষ্ট ৫টি জাত (১) পেট্রোকেম হাইব্রিড ধান৫ (Pioneer 27P37); (২) ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড ধান৫ (Bango Raj); (৩) লালতীর হাইব্রিড ধান৩ (LTHR-2); (৪) সুপ্রিম হাইব্রিড ধান১২ (Hira27, RRX-336); (৫)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
পরিমাণ ২৫.৪৭%। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১২) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপ্রিম হাইব্রিড ধান১২ (Hira27, RRX-336) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.১ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৫ দিন, ধান চিকন ও অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৪%। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১৩) মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক প্রস্তাবিত মিতালী এগ্রো হাইব্রিড ধান৪ (Shuborno-4, SHD-1390) জাতটি মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাস্ট্রিজ এর নিজস্ব উদ্ভাবিত। ফলন ৮.৫ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪১ দিন, ধান চিকন। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা, ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১৪) ব্যাগরো কোম্পানি লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যাগরো হাইব্রিড ধান২ (প্রজাপতি KPHB02) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৭.৭ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৫ দিন, ধান মোটা। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১৫) এক্সপ্লোর বিজনেস লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত এক্সপ্লোর হাইব্রিড ধান৩ (Indam 300-007) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৫ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৩ দিন, বিএলবি সহনশীল ধান। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১৬) এসিআই ফর্মুলেশন লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত এসিআই ফর্মুলেশন হাইব্রিড ধান৪ (BH 81) জাতটি এসিআই ফর্মুলেশন লি. এর নিজস্ব উদ্ভাবিত। ফলন ৮.৪ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৬ দিন, ধান চিকন। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা, ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১৭) মল্লিকা সীড কোম্পানি লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত মল্লিকা হাইব্রিড ধান৪ (FL-210) জাতটির উৎস দেশ চীন। ফলন ৮.৫ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪৬ দিন, ধান মাঝারি মোটা। জাতটি বোরো মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১৮) বায়ার ক্রপ সাইন্স লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত বায়ার হাইব্রিড ধান৭ (অ্যারাইজ® এজেড ৬৪৫৩ এস টি) জাতটির উৎস দেশ ভারত। ফলন ৮.৪ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪০ দিন, ধান বিএলবি প্রতিরোধী, লম্বা ও চিকন। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১৯) ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড ধান৬ (Janak Raj-3) জাতটির উৎস দেশ চীন। ফলন ৯.১ মে.টন/হে:, জীবনকাল ১৪০ দিন, ধান ব্লাস্ট ও বিএলবি সহনশীল। জাতটি বোরো মৌসুমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের ট্রায়ালে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে এবং চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	ব্যাগরো হাইব্রিড ধান২ (প্রজাপতি KPHB02) পুনরায় পর্যালোচনার জন্য কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত ১টি আখের জাত ছাড়করণ;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ৪৮ জাতটি ২০০৯ সালে আই ১২.০৩ ক্লোনের স্ব-পরাগায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত ক্লোনটি আই ১১১-১১ হিসেবে প্রাথমিক, অগ্রগামী ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় চেক জাত ঈশ্বরদী৩৯ এর সাথে তুলনা করার পর ২০২০ সালে জাত ছাড়করণের জন্য মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে। জাতটির ফলন ১২০.৬৯ মে. টন/হে:, জীবনকাল ৩৩১ দিন, ব্রিক্স শতকরা ২১.৫৯ ভাগ, প্রতিটি আঁখের ওজন ১.৪৯ কেজি। ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, ও দিনাজপুর এই চারটি অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়ালে ৬টি স্থানেই মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করেছে। প্রস্তাবিত জাতটি মোট ১৩টি বৈশিষ্ট্যে চেকজাত ঈশ্বরদী ৩৯ হতে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বিএসআরআই সভায় জানান প্রস্তাবিত জাতটি গুড় উৎপাদনের জন্য ভাল একটি জাত; এতে মিষ্টতার পরিমাণ প্রচলিত জাতের তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রস্তাবিত আই ১১১-১১ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ৪৮ জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ফলন ও জাতের অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক সর্বসম্মতভাবে বিএসআরআই আখ৪৮ সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয় ৬। এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদন;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারিগরী কমিটি নির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করে এফ১ হাইব্রিড ধানবীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪তম সভায় এফ-১ হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি পুনরায় কারিগরি কমিটিতে যাচাই করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কারিগরি কমিটির ১০১তম সভায় আলোচনা করে এফ-১ হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি পুনরায় অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করেছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ সভায় বলেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সভায় বলেন, আমাদের সক্ষমতা আছে। এ বিষয়ে সাবেক কৃষি সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক বলেন যে, আমাদের পাশ্ববর্তী দেশসমূহ এখনো এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন করেনা, তাই এ বিষয়ে আমাদের আরো চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধি মো: মাসুম বলেন হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন করতে হলে প্যারেন্ট লাইন সার্টিফাইড হতে হবে। আমরা চায়না, ভারত বা যেসব দেশ থেকে হাইব্রিড ধানবীজ আমদানি করি কোথাও এফ-১ বীজের সার্টিফিকেট দেয় না। সুতরাং এটা বাস্তবায়ন অবাস্তব। মহাপরিচালক, ব্রি সভায় বলেন, বেসরকারি কোম্পানীগুলোর সুবিধার জন্যই এই পদ্ধতিটি অনুমোদন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন কোম্পানীর হাইব্রিড বীজের অভিযোগ আসে তখন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রত্যয়ন থাকলে কোম্পানীগুলোর দায়ভার কমে যাবে। হাইব্রিড বীজের প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য বিএডিসি ও ডিএইর প্রতিনিধি সভায় একমত পোষণ করে। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি সভায় বলেন যে, আমরা হাইব্রিড প্রোমেট করতে চাই, কিন্তু পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে প্রত্যয়ন পদ্ধতি না থাকায় আমরা এটা বাস্তবায়ন করলে কিছু সমস্যায় পড়তে পারি।	এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটি সভায় বিস্তারিত আলোচনা করবে এবং প্রয়োজন বিবেচনা করে পরবর্তীতে সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

আলোচ্য বিষয় ৭। নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য উপকমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির 'নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষা কর্মসূচী' (এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত)-এর আওতায় ট্রায়ালের ফলাফল বিবেচনা করে নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি বীজ কোম্পানির ২০টি জাতের ডিনোটিফিকেশনের প্রস্তাব করেছে। যথা: **আউশ মৌসুমের ৪টি জাত:** বিআর২০, বিআর২১, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান ৪৩; **আমন মৌসুমের ৯টি জাত:**	নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষা কর্মসূচি

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বিআর ১০ (ব্রি ধান ৩০ এর অনুরূপ), বিআর ২৫, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, বিনাশাইল, বিইউ ধান ২, ব্রি ধান৬২, বিএডিসি হাইব্রিড ধান৪, হীরা ধান ১০ (HSD-41); **বোরো মৌসুমের ৭টি জাত:** ইরাটম ২৪, বিনা ধান ৮ (ব্রি ধান৪৭ এর অনরূপ), ব্রি হাইব্রিড ধান১, ব্রি হাইব্রিড ধান২ (ব্রি হাইব্রিড ধান৩ এর অনুরূপ), জেডএফ৩১ (হাইব্রিড), বাউ ধান ৬৩ (Maintenance Breeding কার্যক্রম বন্ধ), ব্রি ধান৬১ (Neck Blast প্রবণ, মাঠে নেই) জাতগুলোর ডিনোটিফিকেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটি নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করেছেন। "(১) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০০তম সভায় উপস্থাপিত ২০টি জাত প্রত্যাহার করার পূর্বে আরও সঠিক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পুনঃমূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে এসসিএ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক ট্রায়াল পদ্ধতি নির্ণয় করবে। (২) এসসিএ'র পর্যবেক্ষণে বিনাধান৮ ও ব্রিধান৪৭, বিআর১০ ও ব্রিধান৩০, ব্রি হাইব্রিড ধান২ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৩ জাতগুলোর মধ্যে Morphological সমরূপতা পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রত্যয়নকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পার্থক্য করা কঠিন হয়। এজন্য এসসিএ জাতগুলোর প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডাটা দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এই জাতগুলি নিয়ে আগামী ২(দুই) বছর ট্রায়াল ও অন্যান্য পরীক্ষা (জৈব ও অজৈব ঘাত সহনশীলতা, দানার গুণগতমান, DNA finger printing, ইত্যাদি) পরিচালনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে যেকোন একটি করে জাত প্রত্যাহারের বিষয় বিবেচনার জন্য কারিগরি কমিটিতে উত্থাপন করবে।" উপকমিটির সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। এ বিষয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সভায় বলেন উপকমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	এর আওতায় ডিনোটিফিকেশনের প্রস্তাবের বিষয়ে কারিগরি কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বিবিধ আলোচনা ৮। ইনব্রিড পাটের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির খসড়া গাইডলাইন প্রণয়ন উপকমিটি অনুমোদন;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
পাটের নতুন জাত ছাড়করণের জন্য পাট ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট কোন গাইডলাইন না থাকায় কারিগরি কমিটির সভায় পাটের খসড়া গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। ড. নার্গীস আক্তার, চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-কে আহবায়ক এবং মোহাম্মদ শামছুর রহমান খান, উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-কে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বীজ সভায় বলেন কমিটির প্রয়োজনে অন্য সদস্যদের কোঅপ্ট করার বিষয়টি যুক্ত করে এবং খসড়া প্রণয়নের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে কমিটি অনুমোদন করা যেতে পারে।	(১) পাট ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির খসড়া গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত নিম্নবর্ণিত উপকমিটি অনুমোদন করা হলো। ১. ড. নার্গীস আক্তার; মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট — আহবায়ক ২. অধ্যাপক ড. নাসরিন আক্তার আইভি, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য ৩. অধ্যাপক শরীফ আর রাফি, প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য ৪. ড. সুরজিত সাহা রায়, উপপরিচালক (বীজ ও অন্যান্য উপকরণ) সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর — সদস্য ৫. জনাব মো: সামিউল হক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট — সদস্য ৬. জনাব ফকরুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন — সদস্য ৭. জনাব মোহাম্মদ শামছুর রহমান খান উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), এসসিএ — সদস্য সচিব (২) উপকমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্যদের কোঅপ্ট করতে পারবে।

বিবিধ আলোচনা ৯। জাতীয় বীজ নীতি প্রনয়ণের জন্য "সীড রেগুলেটরী রিফর্ম কমিটি" পুণর্গঠনের অনুমোদন;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ নীতি'র খসড়ার বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত সীড রেগুলেটরী রিফর্ম কমিটি পুণর্গঠনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সাবেক কৃষি সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক বলেন যে, কমিটিতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। সভায় সভাপতি বলেন, কমিটির আহব্বায়ক হিসেবে বিএআরসি-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান থাকতে পারেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) সীড রেগুলেটরী রিফর্ম কমিটি নিম্নবর্ণিতভাবে পুণর্গঠনের সুপারিশ করা হলো: ১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা; আহব্বায়ক ২. উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; সদস্য ৩. উপাচার্য, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; সদস্য ৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা; সদস্য ৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ; সদস্য ৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ; সদস্য ৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পারমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ; সদস্য ৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা; সদস্য ৯. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর; সদস্য ১০. সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা; সদস্য ১১. কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি; সদস্য ১২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন সদস্য ১৩. জনাব মো: শাহজাহান আলী, সহসভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি ;সদস্য ১৪. পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা; সদস্য সচিব (২) কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্যদের কোঅপ্ট করতে পারবে।

বিবিধ আলোচনা ১০। হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি সংশোধন

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৫তম সভায় আলোচ্য বিষয়-২ এ সিদ্ধান্ত হয় যে, হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য ফলন চেক জাত হতে heterosis এর পরিমাণ কমপক্ষে ১০% বেশি থাকতে হবে। পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ড এর ১০০তম সভায় চেক জাতের সাথে প্রস্তাবিত জাতের ট্রায়ালে ৫% এর বেশি ফলন হলে তা নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে ৫% heterosis এর ফলে নিম্ন ফলনশীল হাইব্রিড জাত নিবন্ধিত হয় মর্মে কারিগরি কমিটির সভায় আলোচনা হয় এবং কারিগরি কমিটি নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করেছে। যথা: (১) বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে হাইব্রিড (F1) এর ফলন চেক জাত (ব্রি হাইব্রিড ধান৫) এর চেয়ে ৮% বেশি হলে হাইব্রিড জাত হিসেবে নিবন্ধন করা। (২) পরবর্তী মৌসুমগুলোতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সর্বোচ্চ ফলনশীল মৌসুমভিত্তিক ইনব্রিড জাতকে চেকজাত হিসেবে ব্যবহার করা এবং এর ফলন চেক জাত এর চেয়ে ২০% বেশি হলে হাইব্রিড জাত হিসেবে নিবন্ধন করা। মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ বলেন নিবন্ধনের জন্য ইনব্রিড এর চেয়ে ২০% বেশি শুধুমাত্র ফলন বিবেচনা না করে মৌসুমে ভিত্তিক নূন্যতম একটি ফলন বেধে দেয়া প্রয়োজন। যেমন: বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৮.৫ ফলন বিবেচনা করা যেতে পারে। আলোচনায় অংশ নিয়ে কোম্পানীর প্রতিনিধি কৃষিবিদ মো: মাসুম বলেন যে, চেক জাতের শুধুমাত্র ফলন নয় এর সাথে জীবনকালের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সাবেক কৃষি সচিব জনাব মো: আনোয়ার ফারুক বলেন যে, বিষয়টি কারিগরি কমিটির সভায় আরো বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন কারন, ফলন জীবনকালের সাথে ধানের কোয়ালিটিও বিবেচনা করা যেতে পারে। সভাপতি হাইব্রিডের চেকজাতের ফলন আরও বেশি হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বীজ কোম্পানীগুলোকে তাদের গবেষণা আরও জেরদার করার আহ্বান জানান।	কারিগরি কমিটি হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নে চেক জাত ও প্রস্তাবিত জাতের ফলন, জীবনকাল ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আরো বিস্তারিত আলোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতির প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

পরিশেষে, সভাপতি সভায় মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ এবং নতুন জাত সম্প্রসারণের বিষয়ে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

22/6/2021

মো: মেসবাহুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়